ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

NEWS সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৯০ ● কলকাতা ● ০৮ কার্তিক, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২৬ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দেশ নাকি পরিবার, কাকে বাঁচাবেন সালমান?

পৃঃ ৫

এবার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হবে কে? জানালেন সৌরভ গাঙ্গুলি

পৃঃ ৬

১৮,০০০ দর্শক, ১০০ পুজো কমিটি, জোরদার কার্নিভালের প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উমা ফিরেছেন কৈলাসে। তবে এখনও পুজোর আমেজ কাটেনি। আগামী ২৭ অক্টোবর রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। বিগত কয়েকবছর ধরে এই আয়োজন করে আসছে তৃণমূল। এবারও খামতি নেই রাজ্যের। জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি। মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের চোটের কারণে এবছর দুর্গাপুজোয় বাড়ি থেকে বের হতে পারেননি। আগেই জানিয়েছিলেন কার্নিভালে তিনি উপস্থিত থাকবেন। তাঁর পায়ের চোটের কথা মাথায় রেখেই মূল মঞ্চ এভাবে তৈরি করা হচ্ছে। র‍্যাম্প তৈরি হচ্ছে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে প্রথম ধাপে ১৮ ইঞ্চি, দ্বিতীয় ধাপে ১৮ ইঞ্চি থেকে ৩০ ইঞ্চি উচ্চতায়। মূল মঞ্চের উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি বা আড়াই ফুট। এবছর ১০০টিরও বেশি পুজো কমিটি অংশ নেবেন কার্নিভালে। অনুষ্ঠান শুরু হবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের গ্রুপের নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।অংশ নিতে পারেন ডোনাও। রেড রোডের দুদিকে ১৮,০০০ দর্শকের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলমঞ্চের উচ্চতা কম থাকবে। সিঁড়ির বদলে বিশেষ র‍্যাম্প তৈরি করা হচ্ছে। এবছর অনুষ্ঠানে থাকবেন বিদেশি অতিথিরাও। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইউনেস্কোর প্রতিনিধিদের। বিভিন্ন দেশের ব্যান্ড অ্যাম্বাসেডর থেকে রাষ্ট্রদূতদের প্রতিনিধিরাও থাকবেন। ২০০০-এর বেশি আমন্ত্রিত অতিথি থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

জাতগণনাকে ফের নিশানা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

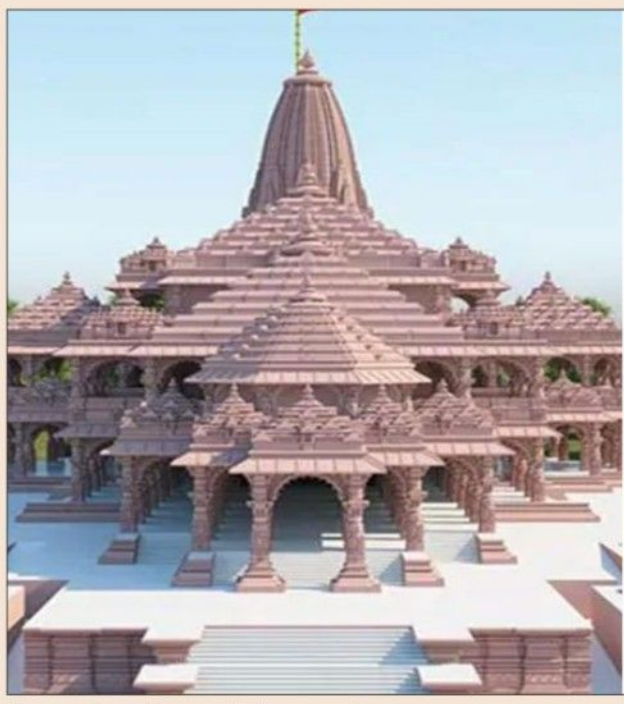

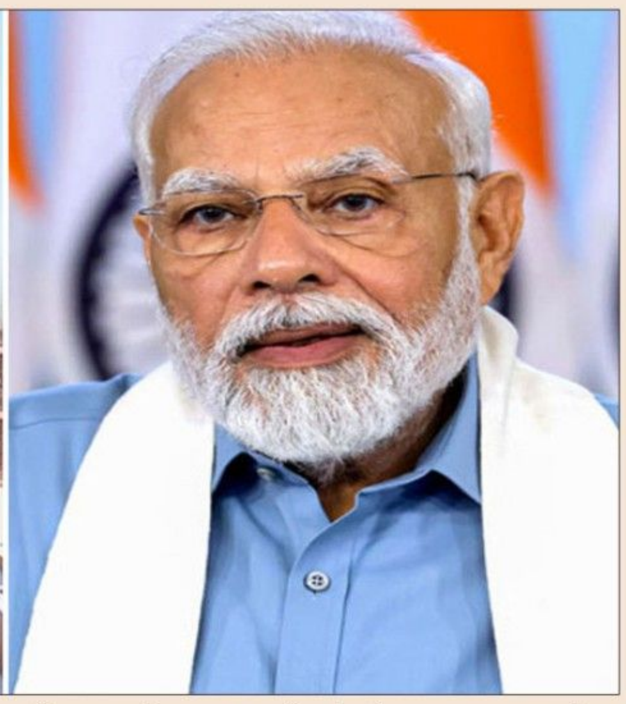

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট। তার আগে বিজয়া দশমীর দিনে রামলীলা অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই জানুয়ারিতে রামমন্দির উদ্বোধনের আবেগ উস্কে দিতে সচেষ্ট হলেন নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, আগামী রামনবমী পালিত হবে অযোধ্যার নতুন রামমন্দিরে। এ দিনই সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত আরএসএসের বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে জানিয়েছেন, অযোধ্যায় নতুন রামমন্দিরের দরজা খুলবে ২২ জানুয়ারি। হিন্দু-ভোট এককাট্টা করার এই চেষ্টায় জাতগণনার দাবি ওঠা যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা বিলক্ষণ জানেন মোদী। সেই কারণেই এ দিন দেশে মাথাচাড়া দেওয়া 'বিভেদকামী শক্তি' সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন তিনি। নিশানা করেছেন বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-কে। সম্প্রতি 'ইন্ডিয়া'র দলগুলি বিহারের ধাঁচে সারা দেশে জাতভিত্তিক সমীক্ষার দাবি তুলে মোদী সরকারের উপরে চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে। সেই একই দিনে মোদীর রামমন্দির নিয়ে এই বক্তব্য তাই আরও বেশি তাতপর্যপূর্ণ ঠেকেছে রাজনৈতিক মহলের কাছে।

এ দিন দ্বারকার এক রাবণ-দহন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মোদী বলেন, "কয়েক দিন পরেই ভগবান রাম আসতে চলেছেন। রামমন্দির প্রতিষ্ঠা আমাদের জয়।" লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে হিন্দু ভোটের মেরুকরণের লক্ষ্যে রামমন্দির যে বিজেপির অন্যতম হাতিয়ার হতে চলেছে, তা আজ ফের এক বার স্পষ্ট করে দিলেন মোদী।২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধন করার কথা মোদীর। আজ রামলীলা অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে রামমন্দির প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "রামমন্দিরে রামলালার অধিষ্ঠান হতে আর মাত্র কয়েক

এরপর ৩ পাতায়

তেলেঙ্গানায় বিধানসভা ভোটের মুখে বিজেপি ছাড়লেন দাপুটে নেতা

হায়দরাবাদ: নিউজ সারাদিন : তেলেঙ্গানায় বিধানসভা ভোটের মুখে বড়সড় ধাক্কা খেল বিজেপি। বুধবার পদ্ম শিবির ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন হেভিওয়েট নেতা কোমাটিরেড্ডি রাজাগোপালা রেড্ডি। খুব শিগগিরই তিনি কংগ্রেসে যোগ দেবেন। রাজ্যের শাসন ক্ষমতা থেকে কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ভারত রাষ্ট্র সমিতিকে হঠানোর জন্য বিজেপি ছেড়ে ফের কংগ্রেসে ফিরছেন বলে জানিয়েছেন মুনুগোড়ের প্রাক্তন বিধায়ক।উল্লেখ্য, আগামী ৩০ নভেম্বর ১১৯ আসন বিশিষ্ট তেলেঙ্গানায় বিধানসভার ভোট নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়েছে ভোটপ্রচার। রাজ্যের শাসকদল ভারত রাষ্ট্র সমিতি সব আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রথম দফায় ৫৫ আসন এবং বিজেপির পক্ষ থেকে ৫২ আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। আসন্ন বিধানসভা ভোটে মূলত মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের ভারত রাষ্ট্র সমিতির সঙ্গে কংগ্রেসের লড়াই হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। কর্নাটক লাগোয়া তেলেঙ্গানায় ক্ষমতা দখল করতে কোমর কষে ঝাঁপিয়েছেন রাহুল গান্ধি-

এরপর ৩ পাতায়

Sarberia An-Noor Mission

Vill- Sarberia, P.O.- F.S.Hat, P.S.- Nazat, Dist.- 24 Pgs(N), PIN- 743329

E-mail: sarberia.annoor.mission@gmail.com, Contact No.-9732531171

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনির (বিজ্ঞান ও কলা)বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

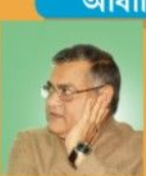

মোস্তাক আহমেদ (কর্ণধার, পতাকা শিল্পগোষ্ঠি) প্রধান পৃষ্ঠপোষক

সেখ নুরুল হক (Ex. IAS) Chairman, Academic Council

জাকির হোসেন মোল্লা (সাধারন সম্পাদক)

প্রিয় অভিভাবক/অভিভাবিকা,

আপনার সন্তানের সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য জি. ডি. সার্কেল- এর অন্তর্ভুক্ত সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন - এর ম্যানেজমেন্ট কোটার ব্যবস্থাপনায় ও পরিচালনায় (মিশন্স অ্যাডমিশন টেস্ট) MAT:-2024 পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম বিতরণ চলছে

(পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২২ শে অক্টোবর, ২০২৩

পরীক্ষার তারিখঃ- ২৯ শে অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার দুপুর ১২ টা

পরীক্ষার ফলাফলের তারিখঃ- ৫ ই নভেম্বর, ২০২৩

কাউন্সিলিং – এর তারিখ – ৮, ৯ ও ১০ ই নভেম্বর- ২০২৩

এক নজরে আমাদের ফলাফল – 2023

	BOARD/COUNCIL		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
উচ্চ মাধ্যমিক	WBCHSE	ছাত্রী	২৮	১২	১৬	....	৪৫২ (৯০.৪%)
		ছাত্র	২৬	০৬	২০	....	৩৯৬ (৭৯.২%)
	সর্বমোট		৫৪	১৮	৩৬	....	...

পরীক্ষাকেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক-বালিকা বিভাগ)- সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৫৬৪০১১৯০৬
২) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা- নাকাশিপাড়া, নদীয়া, দূরাভাষ -৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৩) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ), জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৭০২৯৫৯২৯৫৪
৪) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – পশ্চিম মানিকতলা, গোকর্নি, মগরাহাট, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫
৫) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল - গ্রাম +পোঃ- মানিকহার, জেলা – মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ- ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

১) সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন (বালক – বালিকা বিভাগ), সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৫৬৪০১১৯০৬
২) আদর্শ শিশু নিকেতন – ভাঙনখালি, কলতলা মোড়, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৮১৪৫২৫০০৮০
৩) আরফান আলি বিশ্বাস – দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া, দূরাভাষ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৪) ভারত মেডিকেল হল – সরবেড়িয়া, উঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫
৫) মামনি সুইটস্ – কুড়ালি বাজার, বারুইপুর, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৮৪৩৬৪৫৭১০১
৬) হরনগর আল মাসুম মডেল মিশন – হরনগর, থানা – নাকাশিপাড়া, জেলা - নদীয়া, দূরাভাষ – ৯৬৪১৭৩৯০৯০ / ৯১৫৩৯৩২৯০৬
৭) রোজ হ্যাভেন্স স্কুল – দঃ মাখালতলা (নেয়ার গাজী বাবার মাজার, ঘুটিয়ারী শরীফ) বাঁশরা, জীবনতলা, দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ - ৭০২৯৫৯২৯৫৪
৮) ইসহাকিয়া মডেল একাডেমী – গ্রামঃ- পশ্চিম মানিকতলা, পোঃ- গোকর্নি, থানাঃ- মগরাহাট, জেলাঃ- দঃ ২৪ পরগণা, দূরাভাষ – ৯৯৩২৭৫৫১৫২ / ৯৬০৯১১৭১১৫
৯) মানিকহার এস. এস. হাই স্কুল – গ্রাম + পোঃ- মানিকহার, জেলাঃ- মুর্শিদাবাদ, দূরাভাষ – ৯৯৩৩৯৯৮৮৬৮ (সফিউর রহমান)

Girls' Campus

Boys' Campus

Visit our official website: annoormission.org

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও গণিত বিষয়ে আবাসিক শিক্ষক–শিক্ষিকা প্রয়োজন। সত্বর Resume mail - করুন

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

- ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।
- আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।

যোগাযোগ-

9083249944 / 9083249933 / 9083249922

আকুই শারদ সংঘে শিল্পী এককড়ীর সিনারি ও শিল্পী বিশ্বজিতের প্রতিমা দর্শনে মানুষের ঢল

সংবাদদাতা স্বপন দত্ত বাউল নিউজ সারাদিন, পুজো পরিক্রমায় ব্যাস্ত নিউজ সারাদিনের সাংবাদিক, এ জেলা ও জেলায় ঘুড়লেন। পূর্ব বর্ধমান ও বাঁকুড়া দুই জেলার বর্ডারে আকুই গ্রাম বাঁকুড়া জেলার একটি বধিসনু গ্রাম। আকুই গ্রামের বিভিন্ন সজ্ঞ ক্লাব পুজো কমিটি ও যুব সমাজ ফুটবল এবং নানান মেলা, খেলা ধুলা , সামাজিক যাত্রা পালা , নাটক, কীর্ত্তন, মা মনসা পুজোয় সয়লা উৎসব, পুজো পার্বণ জলসা বড় বড় নামী দামী শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান সারা বছর ধরেই নানা উৎসবে মঞ্চস্থ করে গ্রামের মানুষ কে সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন করে তুলেছে । তারই মধ্যে আকুই স্কুল ডাঙ্গা সার্বজনীন দুর্গোৎসব আকুই শারদ সংঘের সদস্যরা বাঁকুড়া ও পূর্ব বর্ধমান দুই জেলার মানুষের কাছে সন্মান কুড়িয়ে নিয়েছে। এ বছরের থিম প্রাকৃতিক পরিবেশে রঙ তুলির টানে প্রতিবন্ধী শিল্পী পূর্ব বর্ধমানের এককড়ী দাসের আঁকা সিনারীরর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে আশুভ শক্তির বিনাশ। সমাজের অশুভ শক্তি যাদের মধ্যে সচেতন ও বিবেক চেতন অভাব তারা নানা ভাবে পরিবেশ কলুষিত করছে, তাদের বিনাশ করতে বাঁকুড়া জেলার আকুই শারদ সংঘের গুরত্ব পূর্ন পদে থাকা সদস্য ও বাঁকুড়া জেলার শিল্পী বিশ্বজিৎ গুই ওরফে বাবলুর মৃৎ শিল্প মাটির তৈরী দুগা প্রতিমা শুভ বিবেক চেতন প্রস্ফুটিত হয়ে মানুষের তৈরি পরিবেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে আক্রমনাত্যক রূপে দেবী দুর্গা তার বাহন ও ছেলে মেয়ে নিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশ করতে যাচ্ছেন। খুব ছোটো থেকেই বিশ্বজিৎ গুই ছবি আঁকা শিখতেন তবে মৃৎ শিল্প মাটির মূর্তি কারো কাছে না শিখেই নিজে নিজেই তৈরী করতেন এই আকুই শারদ সংঘের দুর্গা মন্ডপে। এবং নিজেই সিনারী আঁকতেন মন্ডপ সাজিয়ে আকুই গ্রামের আই কন হয়ে উঠেছিলেন। ছবি আঁকা, হস্ত শিল্প এবং মৃৎ শিল্পে সিদ্ধহস্ত গ্রামের বিশ্বজিৎ গুই শুধু গ্রামবাসীর নয় সারা বাঁকুড়া জেলার গর্ব প্রতিভাবান ব্যাক্তিত্ব। বর্তমানে কয়েক বছর হলো তার পরিচিত এক মামা যিনি একজন প্রতিবন্ধী মানুষ দৃশ্য চিত্র শিল্পী এককড়ি দাস এই পুজো মণ্ডপে সীনারি অঙ্কন করে চলেছেন। সংঘের সম্পাদক জানান আকুই শারদ সংঘের সকল সদস্য দের উৎসাহে , উদ্দীপনায় ও পরিচালনায় এই দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সমসার গ্রামের বেলুড় মঠ অনুমোদিত রানকৃষ্ণ মঠের মহারাজ এ বছরে দুর্গা উৎসব উদ্বোধন করেন সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের ব্যাক্তিরা। প্রতিবছরের মতো এবারও তারা ননান সামাজিক কাজ কর্ম রেখেছেন যেমন বস্ত্র দান , নাটক,যাত্রাপালা, ফাংশান, ও একাদশীর দিন সন্ধ্যায় অন্নকুটের ব্যাবস্থা করেছেন। আর সব চেয়ে গুরত্ব পূর্ন বিষয় ছিলো সমাজ সচেতন যেমন প্লাস্টিক পলিথিন বর্জনের মূর্তি প্রদর্শন , হাটবাজার মূর্তির মাধ্যমে প্রদর্শন , হুকিং করে ইলেকট্রিক লাইন না নেওয়ার বার্তা মানুষের নজর কেড়েছে। আর রাজ্য সরকারের প্রকল্প নির্মল বাংলা , জল দূষণ, একশো দিনের কাজ, সেভ লাইভ সেভ ড্রাইভ , পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বার্তা শিল্পী এককড়ি দাসের রঙ তুলির টানে মানুষের প্রসংশার দাবী রাখে।

বিজয়াদশমীতে দেখা গেল পারস্পরিক ঐক্যের ফুল

জগদীশ যাদব : কলকাতা : নিউজ সারাদিন : সারা বিশ্বে বাংলার সংস্কৃতির নিজস্ব পরিচয় রয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছিলেন যে ধর্ম যার যার, কিন্তু উৎসব সবার। পোর্ট জোনে অবস্থিত কোল বার্থ নাগরিক আবাস সমিতির দূর্গাপূজার মণ্ডপে বিজয়াদশমীতে পারস্পরিক ঐক্যের ফুল ফুটল। যেখানে সেই শুভ উপলক্ষে কোনো বৈষম্যের স্থান ছিল না। ওই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে হাজী মাতলুব খান বলেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের অনুসারী। এই কারণেই বিজয়াদশমী বা দশেরা উৎসব উপলক্ষে সেলিম হুসেন, চন্দন, রাজা, রবি, রাজ কুমার, বিনোদ, বাগো, পান্ডু বিন্দ, এমডি চান্দ সহ সবাই উপস্থিত ছিলেন।

ক্যারেটলেনের শায়া তার নতুন সংগ্রহ চিত্রকলায়
কলকাতার সাথে কলকাতার কালীঘাট চিত্রকর্মের পুরাতনি বিশ্ব আকর্ষণকে তুলে ধরল

সংগ্রহটি শহরের প্রতি একটি প্রেমের চিঠির মতন যা বহু প্রজন্মের জন্য শিল্প গড়ে তুলেছে এবং তার লালনও করেছে

Kolkata, 16th October 2023 : নিউজ সারাদিন : ক্যারেটলেনের শায়া শুরু করল তাদের অভিনব নতুন কালেকশন, চিত্রকলায় কলকাতা। তাদের নতুন সম্ভারে মিলবে ঐতিহ্যপূর্ণ রূপোর গয়নার সাথে এক আধুনিক মোড়কের মিশেল। যার অনুপ্রেরণা নেওয়া হয়েছে কলকাতার কালীঘাট অঞ্চলের প্রাণবন্ত চিত্রকলার থেকে এবং প্রতিফলিত হয়েছে নগরীর রাস্তা থেকে শুরু করে শিল্পচর্চার, শহরের ঐশ্বর্যশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যরূপে।

এই নতুন সম্ভারের জন্য সায়া কলকাতায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিল্পীদের সাথে একত্রিত হয়েছে। এই সম্ভারের গয়নাগুলো নৈপুণ্যের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাগুলো গড়ে তুলেছে, মিনা করা রুপালি নির্যাস নেওয়া হয়েছে কালীঘাটের চিত্রকলার থেকে। যেই ন্যাচারাল রঙের প্যালেট ব্যবহার করা হয়েছে তা এক ঐতিহ্যপূর্ণ ছোপানো রঙের কথা মনে করিয়ে দেয় যা সেই চিত্রকলায় ব্যাবহৃত হয়েছিল।

এই সম্ভারটি দূর্গা পুজোর মতন উৎসবের মরশুমের জন্য একেবারে উপযুক্ত যা এথনিক ও ভবঘুরে মিশেলের বহুমুখী। শায়ার চিত্রকলায় কলকাতা, এক আমুদে অথচ মার্জিত প্রতিনিধিত্ব শহরের শৈল্পিক স্পন্দনকে এক মেঠো গন্ধের সাথে নানাবিধ পোশাকে বুনে দেয়।

এখন পাওয়া যাবে heyshaya.com এবং কলকাতায় ক্যরেটলেন স্টোরগুলিতে।

চিনার পার্ক: ক্যারেটলেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, পিনাকল টাওয়ার, চিনার পার্কের কাছে, ড্যাশ ড্রোন, নিউটাউন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১৩৬

পার্ক স্ট্রিট: নিচতলা, ২১এ, পার্ক স্ট্রিট, পার্ক হোটেলের পাশে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৬

ভারতীয় মূল্য ৯০০ টাকা থেকে শুরু।

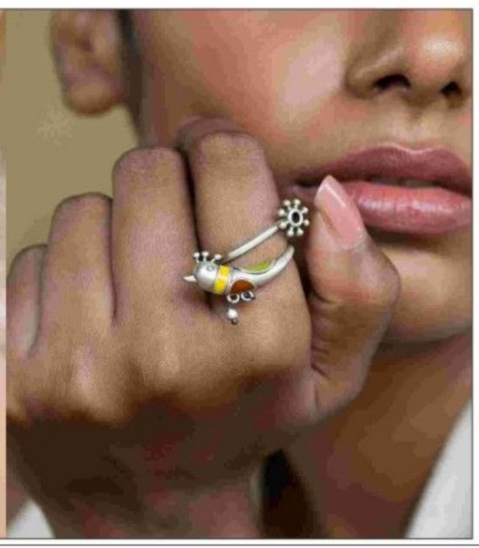

রেড রোডে কার্নিভালে যানচলাচল হবে নিয়ন্ত্রণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২৭ অক্টোবর শহরে পুজোর কার্নিভাল। ১০০টির বেশি পুজো অংশ নেবে কার্নিভালে। জমজমাট প্রস্তুতি। রেড রোডের দুধারে ঢালাও ব্যবস্থা। বাঙালির সবচেয়ে বড় উতসব দুর্গাপুজো। সুতরাং এই পুজোর সঙ্গে মানুষের আবেগ জড়িয়ে থাকে। তাই পুজোর কার্নিভাল জুড়ে মানুষের উতসাহের অন্ত থাকবেনা তা বলাইবাহুল্য।রেড রোডে রাত ১২টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত যানচলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে পুলিশ। এরপর কার্নিভাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত রেড রোড, লাভার্স লেন, কুইনসওয়ে, পলাশি গেট রোড ও এসপ্ল্যানেড র‍্যাম্প পুরোপুরি বন্ধ থাকবে।শুক্রবার শহরের একাধিক রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মানুষের যাতে সমস্যা না হয় তাই আগেই কলকাতা পুলিশের তরফে ট্রাফিক গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে।

ওইদিন এজেসি বোস রোডের এক্সাইড মোড় থেকে শুরু করে হেস্টিংস ক্রসিং পর্যন্ত রাস্তায় বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে। লাভার্স লেন, রেড রোড, নিউ রোড, ডাফরিন রোডেও এই নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকবে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

মেট্রো সুজ এর উৎসব ক্যাম্পেইন 'টেক্স ইউ টু দা নিউ '
আধুনিক ভারত কর্তৃক গৃহীত সাংস্কৃতিক সীমানা ছাড়িয়ে ঐক্যের অন্তর্নিহিত চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

Kolkata, 18th October 2023: নিউজ সারাদিন : ১৯৫৫ সাল থেকে, মেট্রো সুজ ১৫৯ টি শহরে ২৯০ টিরও বেশি স্টোর সহ ভারতের অন্যতম বিখ্যাত এবং বিশ্বস্ত ফুটওয়্যার ব্র্যান্ড। গত ছয় দশক ধরে, ব্র্যান্ডটি একটি ইন্টারজেনারেশনাল প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে, মেট্রো এর জুতা সমস্ত উপলক্ষে তার গ্রাহকদের জীবন যাত্রার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই উৎসবের মরসুমে, মেট্রো সুজ গর্বের সাথে এই লিগেসি উদযাপন করে তার লেটেস্ট ক্যাম্পেইন, 'টেকস ইউ টু দ্য নিউ' নিয়ে এসেছে, যা একতা, প্রেম এবং কালজয়ী সংযোগের অন্তর্নিহিত চেতনার একটি নিদর্শন।

বছরের পর বছর ধরে, মেট্রো সুজ ভারতীয় সুজ এর ল্যান্ডস্কেপে একটি অবিস্মরণীয় চিহ্ন রেখেছে। গ্রাহকের ক্রমাগত পরিবর্তিত চাহিদাগুলি বোঝার এবং তাদের সর্বোত্তম উপায়ে পরিষেবা দেওয়ার মাধ্যমে, ব্র্যান্ডটি তার গ্রাহক বেসের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ঐতিহ্যের ও আধুনিকতা সাথে জড়িত মেট্রো সুজ সর্বদা পরিবর্তিত পছন্দগুলির সাথে মানানসই এবং বিভিন্ন বয়সের গ্রাহকদের পরিবর্তিত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ করার জন্য তার স্টাইলগুলি নিয়ে গবেষণা করে থাকে। ব্র্যান্ডটি সমসাময়িক স্টাইল এর সাথে ক্লাসিকাল মূল্যবোধের মিশ্রণ করতে সক্ষম হয়েছে যা সর্বদা তার গ্রাহকদের জীবনের নতুন উপায়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম করেছে।

এই ধারাবাহিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে একটি আকর্ষণীয় ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে। যখন গ্রাহকরা নতুন যাত্রা শুরু করে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে বা এমনকি জীবনের প্রতি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে সেই মুহূর্তে নতুন ক্যাম্পেইনটি গ্রাহকদের জীবনে মেট্রো সুজ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা উদযাপন করবে। যে সময়ে কেউ জীবনের অনির্দিষ্ট পথের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে, ঠিক সেই সময় মেট্রো সুজ ব্যান্ড সর্বদা নতুন অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং জীবনের পর্যায়গুলির মাধ্যমে তাকে গাইড করবে।

ফিল্মটির গল্পটি এক দম্পতির রূপান্তরমূলক যাত্রাকে ঘিরে আবর্তিত হয় যখন তারা তাদের বিয়ের পরে একটি নতুন জগতে পা রাখে। একসাথে, তারা অভিনব অভিজ্ঞতায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখার এবং গভীর সংযোগস্থাপন করার গুরুত্ব আবিষ্কার করে। ভারত সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ, এবং বর্তমান সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অনুপ্রাণিত হয়ে, এই চলচ্চিত্রটিও একটি তরুণ এবং আধুনিক দম্পতির জীবনকে তুলে ধরেছে যারা নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নেভিগেট করে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। আত্মীয়দের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমর্থন, ভালবাসা এবং গ্রহণযোগ্যতা তাদের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে এবং এই অপরিচিত বিশ্ব সম্পর্কে তাদের সত্যিকারের উত্তেজনায় পূর্ণ করে। এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, একটি আনন্দদায়ক উদযাপন, বা একে অপরের সাথে ভাগ করে নেওয়া একটি সময়, শান্ত মুহূর্ত হোক না কেন, তারা উপলব্ধি করতে পারে যে জীবনের যাত্রাটি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে মেট্রো সুজগুলি পথের প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের অবিরাম সঙ্গী হিসাবে কাজ করে।

মেট্রো ব্র্যান্ডস লিমিটেডের মার্কেটিং বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট দীপিকা দীপ্তি বলেন, "গ্রাহক-কেন্দ্রিকতাকে মাথায় রেখে, মেট্রো ব্র্যান্ডস ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি প্রজন্ম কী চায় তা জানার জন্য গবেষণা করে এসেছে। আমাদের সংগ্রহটি আমাদের গ্রাহকদের পরিবর্তিত চাহিদাগুলি সম্বোধন করার সময় ঐতিহ্যবাহী কারিগরি শিল্পের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। আমরা ফ্যাশন-ফরোয়ার্ড সিলুয়েটগুলি প্রবর্তন করি যা আমাদের প্রিয় ঐতিহ্যকে সম্মান জানায়। আমাদের অঙ্গীকার হল এমন প্রোডাক্ট সরবরাহ করা যা কালজয়ী এবং আধুনিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাদের গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। 'টেকস ইউ টু দ্য নিউ' ক্যাম্পেইনটি আমাদের গ্রাহকদের সাথে আমরা যে সংযোগ গড়ে তুলেছি তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন। এটি মানুষের জীবনে আমাদের ব্র্যান্ডের স্থান এবং কীভাবে আমরা নতুন শুরু এবং উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতার অনুঘটক হিসাবে অব্যাহত রাখি তার উদযাপন করে। মেট্রো সুজ আপনার সঙ্গী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপনার ঐতিহ্যকে আলিঙ্গন করার এবং নতুন দিগন্তে নেভিগেট করার সময় আপনার সেবা করার জন্য এটি নিবেদিত। এমন একটি বিশ্বে যেখানে প্রেম প্রায়শই সমঝোতার আশা করে, আমাদের ক্যাম্পেইন সেই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার সাহস করে। এমন এক যাত্রায় আমাদের সাথে যোগ দিন যেখানে সত্যিকারের পরিচয় উদযাপন করা হয়, সমতাকে সম্মান করা হয় এবং সম্পর্ক বিকশিত করা হয়।

মেট্রোর নতুন ফ্যাশন রেঞ্জটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন স্টাইলের জুতার আদর্শ শৈলীর একটি বহুমুখী পরিসীমা সরবরাহ করে। পুরুষদের জন্য ট্যান, বাদামি এবং কালো রঙের পাশাপাশি ক্লাসিক রঙের প্যালেটে সাদা স্নিকারস, নম্র ব্রোগ এবং লোফার, স্যান্ডেল এবং কোলহাপুরি; মহিলাদের জন্য উৎসব মুখর রঙে পেস্টেল হুইড স্যান্ডেল, মার্জিত স্লিপ-অন এবং গ্ল্যাম ব্লক-হিল; প্রতিটি সুজ এর শৈলী ওয়েস্টার্ন থেকে শুরু করে ভারতীয় পোশাক পর্যন্ত বিভিন্ন পোশাকের পরিপূরক এবং এই মরসুমে একটি নিশ্চিত স্টাইল স্টেটমেন্ট তৈরি করে।

নতুন স্টাইল নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে, নতুন স্মৃতি তৈরি করতে এবং অনন্য অ্যাডভেঞ্চার শুরু করতে এই উত্তেজনাপূর্ণ যাত্রায় মেট্রো সুজ এ যোগ দিন। লেটেস্ট কালেকশনটি সমস্ত মেট্রো স্টোর এবং অনলাইনে উপলব্ধ হবে https://www .metroshoes.com/

ক্রিয়েটিভ এজেন্সি: এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাণবন্ত করতে মেট্রো সুজ, ট্যালেন্টেড এর সাথে পার্টনারশিপ করেছে।

Link to the video:

Instagram:https://www.instagram.com/reel/CyiJHDaowhQ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vmsxG1V_V-k

১-ম পাতার পর

জাতগণনাকে ফের নিশানা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

মাস বাকি। ভগবান রামচন্দ্র আসতে চলেছেন। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, রামমন্দির নির্মাণের সাক্ষী থাকতে পারলাম।" এর পরেই তাঁর সংযোজন, "আগামী রামনবমী পালন করা হবে ওই রামমন্দিরে।" একই সঙ্গে, রামের আদর্শে দেশ গড়ারও ডাক দেন তিনি।

বিজয়া দশমীর দিনে সরসঙ্ঘচালক হিসেবে নাগপুরে বার্ষিক বক্তব্যে রামমন্দির নির্মাণের বিষয়ে সরব হন মোহন ভাগবতও। তিনি বলেন, রামমন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে দেশ জুড়ে কর্মসূচি নিতে চলেছে সঙ্ঘ পরিবার। রাজনীতিকদের এক বড় অংশের মতে, রামমন্দির নির্মাণ ও তার উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে হিন্দুত্বের প্রচারকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপি এবং আরএসএসের, যাতে তার দৌলতে তৃতীয় বার দিল্লির মসনদ দখল সম্ভব হয়। মূলত হিন্দু ভোটের মেরুকরণের মাধ্যমে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে থাকা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়াকে রুখে দেওয়ার কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে গেরুয়া শিবির।

১-ম পাতার পর

তেলেঙ্গানায় বিধানসভা ভোটের মুখে বিজেপি ছাড়লেন দাপুটে নেতা

প্রিয়াঙ্কা গান্ধিরা।গত বছরের অগস্টে আচমকাই কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন কোমাটিরেড্ডি রাজাগোপালা রেড্ডি। তাঁর দাদা কোমাটিরেড্ডি বেঙ্কট রেড্ডি ভুবনগিরি আসন থেকে কংগ্রেসের সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাজাগোপালা রেড্ডির পদত্যাগের ফলে শূন্য হয়েছিল মুনুগোড়ে আসনটি। উপনির্বাচনে বিজেপির হয়ে প্রার্থী হিসেবে লড়েও রাজাগোপালা রেড্ডি ১০ হাজারের কাছাকাছি ভোটে রাজ্যের শাসকদল ভারত রাষ্ট্র সমিতির প্রার্থীর কাছে হেরে যান।

জঙ্গলমহলের দুর্গাপুজো

পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ (অরবিন্দ অধিকারী): নিউজ সারাদিন : বেউচ্যা সার্বজনীন দুর্গোৎসব...... পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গল মহল অধ্যুষিত শালবনি ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম বেউচ্যা । গ্রামের প্রায় অর্ধেক দিক জঙ্গল ঘেরা। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট পারাং নদী। শস্য, শ্যামলা বেউচ্যা এখন শিল্পাঞ্চল সমৃদ্ধ। এই গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার বাসিন্দা সেই আশির দশক থেকে শুরু হওয়া ছোট্ট দুর্গাপূজাকে নিয়ে আনন্দে মশগুল থাকে। উন্মাদনা থাকে বেশ ভালই। কচিকাঁচা থেকে বড়ো রা সকলেই মেতে ওঠে আনন্দে।যারা বাইরে থাকে তারা যে যার ঘরে ফিরে আসে এই গ্রামের টানে। ঢাকের আওয়াজের তালে তালে দোলে ওঠে শাল পিয়ালের ডাল।পিছুটানে মাতোয়ারা এই গ্রামে সারাদিনই পুজো নিয়ে সবাই মেতে থাকে।নির্মল বাতাবরনে স্কুল সংলগ্ন মাঠে এই দুর্গাপূজাকে উপভোগ করতে আসে বাহির থেকেও কিছু লোক। ওই কয়েকটা সারাদিন প্রতিধ্বনিত হতে থাকে আকাশে বাতাসে ...... জয় মা দূর্গা ।

কার্তিকে দীপদান মহোৎসব

শ্রী তারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যে দীপদান মহোৎসব একটি বিশেষ মহিমামন্ডিত অনুষ্ঠান। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণাদি শাস্ত্র কার্তিকমাসে দীপদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই মাসকে দামোদর মাস বলেন। উক্ত মাস হেমন্ত ঋতুর অন্তর্গত। এই ঋতুর সমাগমে দেবী বসুন্ধরা তাঁর স্বাভাবিক কমনীয় শান্ত মূর্তি ধারন করেন। হেমন্ত ঋতুজাত নানাপ্রকার বিকশিত পুস্পের সৌরভে যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান করে, তেমনি এই সময়ে দেব অর্পিত দীপের মনোরম শোভা দ্বারা মানব নয়নেরও পরমানন্দ বিধান করে। আমাদের জীবনের মঙ্গল কামনায় সকলেরই আরাধ্য দেবের প্রতি দীপদান করা কর্তব্য। সূর্যের উদয়ে যেমন সমস্ত জগতের অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয়, তদ্রুপ প্রযত্ন সহকারে এই মসে যথাবিধি হরিমন্দিরে আরাধ্যদেবের প্রীতিবিধানে দীপার্পণে একদিকে যেমন সমস্ত দুঃখাদি অমঙ্গলসমূহ দূরীভূত হয়ে জগতময় আলোকে উদ্ভাসিত হবে অপর দিকে তেমনি জগৎ জীবের জীবন দীপের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে, আর সেই সঙ্গে পরলোকে পরম ধামে পরাগতি লাভ হবে। এই কার্তিক মাসে ঘৃতদীপ, তিলতৈলদীপ, সকর্পূর দীপদান অধিক প্রস্তুত। অখণ্ড অর্থাৎ অহোরাত্রব্যাপী দীপদান, হরিমন্দিরের উপরিভাগে কুম্ভের উপরে দীপদান, শিখরস্থিত দীপ সন্দর্শন অধিক মাহাত্ম্যপূর্ণ। হরিমন্দিরে দীপপংক্তি প্রদান, আকাশ দীপদান, সলিল মধ্যে দীপদানে নেত্রযুগল অধিক তেজময় হয় ও দীপদাতা বিদ্বান হয়ে ভূমন্ডলে বিচরন করেন। যিনি প্রদীপ প্রবোধন বা আবর্তন করেন তিনিও মহামঙ্গল প্রাপ্ত হন। সামান্য জীব একটি মুষিকও অন্য দত্ত দীপ উদ্দীপনে পরমাগতি লাভ করেছিল। অতএব আমাদের সকলের এরূপ প্রার্থনা হোক - "হে সর্বমঙ্গলময় দামোদরদেব! আপনাকে এই সুগন্ধ সমন্বিত দীপ আবর্তন পূর্বক সমর্পণ করলাম। আপনি আমাদের হৃদয়মন্দির আলোকিত করে পরম কল্যাণ বিধান করুন।

দীপাবলী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলা তথা ভারতবর্ষে বারো মাসে তেরো পার্বণ। দীপাবলীর উৎসব হল দ্রুত নিজেকে পবিত্র করে তোলা এবং পরস্পরের মধ্যে আনন্দের আদান প্রদান ও মহামিলনের একটি অন্যতম মাধ্যম। সর্বোপরি এই উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে ভগবানের প্রীতি বিধান তথা সেবার বিশেষ সুযোগ লাভ করা যায়। যার ফলে জীবনের পারমার্থিক প্রগতি লাভ হয়। সনাতন ধর্মে যত প্রকার উৎসব আছে তার মধ্যে দীপাবলী অন্যতম।দীপাবলি কথাটির অর্থ দীপশ্রেণী বা দীপের আলি।এই উৎসব দশরার (বিজয় দশমীর) ২০ দিন পর উদযাপিত হয়। ত্রেতাযুগে রাবনকে বধ করার পর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন অযোধ্যাবাসীগণ তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেছিল। সমগ্র অযোধ্যা নগরীকে আলোকমালায় সজ্জিত করে বিভিন্ন নৃত্যনাট্য ও আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। তারই স্মরণে এই উৎসব। আজও বিভিন্ন মন্দিরে, গৃহে, রাজপথে, শত শত ঘৃত, তৈলপ্রদীপ, মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে এই উৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। অনেকে আবার দীপাবলী বা দেওয়ালি উদযাপন করেন। একটি বিশেষ পৌরাণিক ঘটনাকে স্মরণ করে। সেখানে বলা হয়েছে ওই সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুর বধ করেছিলেন। নরকাসুর ছিলেন পৃথিবীর পুত্র এবং তিনি ব্রহ্মা ও শিবের বরে এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে শুধু পৃথিবী নয়, দেবতাদেরও পরাজিত করে স্বর্গলোকও অধিকার করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার সহায়তায় (ওই সময়ে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের রণের সারথী হয়েছিলেন) তাকে হত্যা করেন। নরকাসুরের মৃত্যুর পর মাতা ধরিত্রী ওই দিন বিশেষ উৎসব করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। এইভাবে নরকাসুরের কবল থেকে পৃথিবী ও স্বর্গলোকের উদ্ধার বিজয়োৎসব রূপে দীপাবলীর মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই উৎসব ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর প্রসন্নতাও বিধান করে। এই বিশেষ দিনটিতে যদি কারো গৃহ অন্ধকার থাকে তাহলে লক্ষ্মী দেবী সেখানে প্রবেশ করেন না। ভক্তেরা লক্ষ্মীদেবীর বিশেষ পূজা করে থাকে যাতে তাদের গৃহ সমৃদ্ধশালী হয়, সকলে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন। কৃষ্ণভক্তদের কাছে এই উৎসব অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণভক্তরা শুধু এই বিশেষ দিনটিই নয়, একমাস ব্যাপী ভগবানের উদ্দেশ্যে দীপদান করে থাকেন। ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলাবিলাস ঘটনাটি হয় এই দীপাবলীর সময়।কৃষ্ণের দামবন্ধন লীলা কে স্মরণ করে আজ সাড়ম্বরে নানা স্থানে মহোৎসব হয়। কোথাও কোথাও মহাসমারোহে কার্তিক ব্রত পালন করা হয় এই সময়ে। বর্তমানে সারা বিশ্বের কৃষ্ণভাবনামৃত প্রসারের ফলে প্রায় সমস্ত দেশের ইস্কন মন্দির সমূহে এই উৎসব মহাসমারোহে প্রতিপালিত হয়।

পদ্মপুরানে বর্ণনা করা হয়েছে কার্তিক মাসের এই বিশেষ তিথি তথা সারা মাসেই যদি কেহ গগনতলে আকাশ প্রদীপ জ্বালায় তাহলে তার সমস্ত কুল পরিত্রাণ লাভ করে হরিধাম প্রাপ্ত হয়। সুস্থ ও সাংস্কৃতিক বিনোদনের মাধ্যমে দীপদান উৎসব উদযাপন সমাজের রুচিপূর্ণ সংযতচর্চা তথা জনসাধারণের যথার্থ কল্যাণ সাধনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে।

রসিক গৌরাঙ্গ দাস
জনসংযোগ আধিকারিক
ইসকন, শ্রীমায়াপুর
নদীয়া, পিন - ৭৪১৩১৩
Mob- 9475438281/ 9932316989
Email- iskconmedia office@gmail

বিধানসভা ভোট: মধ্যপ্রদেশে রাজপথে কংগ্রেসের বিবাদ,

তুঙ্গে কমলনাথ-দিগ্বিজয় মতভেদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা ভোটে এখনও সব আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেনি কংগ্রেস। তার আগেই রাজপথে নেমে এসেছে দলের বিবাদ। ভুপালের রাস্তায় অবরোধ, দলীয় অফিস ভাঙচুর, নেতাদের কুশপুতুল পোড়ানোর ঘটনা লেগেই আছে। এমনকী শহরের প্রদেশ কংগ্রেস অফিস ইন্দিরা ভবনও বাদ যায়নি।এদিকে, কংগ্রেস-সমাজবাদী পার্টির বিবাদের মধ্যেই নীতীশ কুমার ঘোষণা করেছেন, তাঁর দল মধ্যপ্রদেশে লড়াই করবে। মঙ্গলবার রাতে পাঁচটি আসনের প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করেছে জেডিইউ। মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক মহলের খবর, কংগ্রেস চারটি আসন ছাড়তে রাজি না হওয়ায় সমাজবাদী পার্টি ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাপর্যপূর্ণ হল কংগ্রেস ও বিজেপির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে এমন আসনগুলিতেই প্রার্থী দিচ্ছে জেডিইউ এবং সমাজবাদী পার্টি। সামান্য ভোট কাটলেও ওই সব আসন কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীরা রাজ্য দফতরে ঢুকে নেতাদের ছবিতে জুতোপেটা করে।

নিচুতলার নেতা-কর্মীরা যখন নেতার জন্য টিকিটের দাবিতে রাজপথে মারদাঙ্গায় মেতেছে তখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে দুই শীর্ষ নেতার বিবাদও। কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমলনাথ এবং দিগ্বিজয় সিংহের বিবাদ প্রকাশ্যে চলে আসায় তা লুফে নিয়েছে বিজেপি।

কমলনাথ বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। টিকিট বণ্টনে তিনিই শেষ কথা বলছেন, বিগত কয়েকদিন যাবত নানাভাবে সেকথা বলেছেন প্রবীণ নেতা দিগ্বিজয়। দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, রাহুল গান্ধীদের সঙ্গে বৈঠকে কমলনাথ ও দিগ্বিজয়ের বাদানুবাদের কথা গোপন থাকেনি। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত না করেই দুই নেতাকে ভুপালে গিয়ে একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, রাহুল গান্ধীরা। বিবাদের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লে দুই নেতার মতভেদের কথা অস্বীকার করে বিবৃতি দেয় মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস। কিন্তু পরদিনই তাঁদের সমর্থকেরা রণংদেহী মেজাজে পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। জোর করে দলীয় দফতরে ঢুকে পড়ে।

টিকিট বণ্টন নিয়ে বিবাদে যুক্ত হয়েছে ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক সমাজবাদী পার্টি এবং জনতা দল ইউনাইটেডকে আসন ছাড়ার বিষয়টিও। দিগ্বিজয় ওই দুই দলকে কয়েকটি আসন ছেড়ে দেওয়ার পক্ষে মত দিলেও তা মানতে নারাজ কমলনাথ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, ইন্ডিয়া জোট গঠিত হয়েছে লোকসভা নির্বাচনের জন্য। বিধানসভা ভোটের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। বুধবার সকালে এই ব্যাপারে নিজের অবস্থান জানিয়ে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছেন দিগ্বিজয়। তাতে কংগ্রেস হাইকমান্ডকেও জড়িয়ে দিয়েছেন এই নেতা। দিগ্বিজয়ের বক্তব্য, দিল্লিতে হাইকমান্ডের সঙ্গে বৈঠকে তিনি অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি ও নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেডকে কয়েকটি করে আসন ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। হাইকমান্ড সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার রাজ্য নেতৃত্বের উপর ছেড়ে দেয়। ভুপালে ফিরে আমি সমাজবাদী পার্টিকে চারটি আসন ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। অখিলেশ যাদব সেই প্রস্তাব মেনে নিলেও কমলনাথ মানেননি।

কমলনাথ আসন ছাড়ার প্রস্তাব খারিজ করার পাশাপাশি অখিলেশকে নিয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন বলে বিবাদ বেঁধেছে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির মধ্যে। আসন ছাড়া নিয়ে বিতর্কে সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমোকে 'অখিলেশ-ভকিলেশ' বলে মন্তব্য করেন। কমলনাথের এই মন্তব্য নিয়েও বুধবার মুখ খুলেছেন দিগ্বিজয়। তিনি বলেন, কাউকে খাটো করা ঠিক নয়। কমলনাথের মন্তব্যের জবাব দিতে ভুপালে পৌঁছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ তোলেন অখিলেশ। ভোটের বাক্সে তাঁর দল জবাব দেবে বলে হুঁশিয়ারি দেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৯০ সংখ্যা ২৬ অক্টোবর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ০৮ কার্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

জাপান- ভারত সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ- শৃঙ্খল অংশীদারিত্ব নিয়ে ভারত ও জাপানের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে আজ ভারত ও জাপানের মধ্যে সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ-শৃঙ্খল সংক্রান্ত অংশীদারিত্ব সম্পর্কে অবগত করা হয়। এই নিয়ে চলতি বছরের জুলাই মাসে ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের সঙ্গে জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। শিল্প ও ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশে সেমিকন্ডাক্টরের গুরুত্বকে স্বীকার করে এই চুক্তিতে ভারত ও জাপানের মধ্যে সেমিকন্ডাক্টর সংক্রান্ত একটি সরবরাহ-শৃঙ্খল গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। এই সহযোগিতা চুক্তিটি স্বাক্ষরের দিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর মাধ্যমে দুদেশের সরকার ও ব্যবসায়িক মহলের মধ্যে একটি প্রাণবন্ত সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ-শৃঙ্খল গড়ে তুলে তার সুবিধাগুলি বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দেওয়া হবে। এই সহযোগিতার সুবাদে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রেক্ষাপট:

ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক দেশে ইলেক্ট্রনিক্স উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ভারতে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের উন্নয়নে একটি সুস্থিত ও শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা স্থাপনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব, ডিসপ্লে ফ্যাব, সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি ও তার পরীক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। এজন্য তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসারে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা, তথ্য বিনিময় এবং সরবরাহ-শৃঙ্খল গড়ে তুলতে সমঝোতাপত্র ও সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হচ্ছে। ভারত ও জাপানের মধ্যে এই সহযোগিতা চুক্তি সেই লক্ষ্যে আরেক পদক্ষেপ। দুদেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করতে ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর জাপান সফরের সময় ভারত ু জাপান ডিজিটাল অংশীদারিত্বের সূচনা হয়েছিল। সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ-শৃঙ্খল গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই অংশীদারিত্ব, ইলেক্ট্রনিক্সের ক্ষেত্রে দু'দেশের সহযোগিতাকে আরও উন্মুক্ত ও প্রসারিত করবে।

দেড় হাজার কাঠা জমি, ৯টি ফ্ল্যাট, দুবাইয়ে অ্যাপার্টমেন্ট! বাকিবুরের বিপুল সম্পত্তির হদিশ ইডির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কেঁচো খুড়তে শুধু কেউটে নয়, ক্রমশ অজগরের হদিশ পাচ্ছে ইডি! রেশন দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়া বাকিবুর যেন ধনকুবের! সূত্রের খবর, তদন্তে উঠে আসা সম্পত্তির পরিমাণ দেখে ইডি কর্তাদের চক্ষু চড়কগাছ। সূত্রের দাবি, জমির পরিমাণ দেড় হাজার কাঠার বেশি। শুধু দেশ নয়, দুবাইতেও দুটি ফ্ল্যাটের মালিক বাকিবুর। যেগুলির নাম কমপক্ষে ৭-১০ কোটি টাকা। কী কারণে বাকিবুর দুবাইয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে কি দেশ ছাড়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর? খতিয়ে দেখছে ইডি। সরকারিভাবে নথিভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ এতটা হলে বেসরকারিভাবে বাকিবুরের কত সম্পত্তি রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে ইডি। সাড়ে ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের অন্তত ১০টি ফ্ল্যাটের মালিক তিনি। দেশে নয়, ফ্ল্যাট রয়েছে বিদেশেও। কী কারণে বিদেশে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন বাকিবুর, তা খতিয়ে দেখছে ইডি। তদন্তে ইডি জানতে পেরেছে, ধৃত বাকিবুর রহমান সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি। যার মধ্যে রয়েছে জমি, ফ্ল্যাট। ইডি সূত্রে খবর, চালকল মালিক বাকিবুরের জমির পরিমাণ ১ হাজার ৬৩২ কাঠা। যার মধ্যে বেশিরভাগটাই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা এবং বহরমপুরে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৯টি ফ্ল্যাটের হদিশ মিলেছে বলে খবর। রয়েছে পার্কস্ট্রিট, রাজারহাট, রঘুনাথপুরের মতো একাধিক জায়গায়। ইডি সূত্রে আরও খবর, ফ্ল্যাটের আয়তন অন্তত সাড়ে ৭ হাজার বর্গফুট। এই সমস্ত সম্পত্তিই সরকারিভাবে বাকিবুরের নামে নথিভুক্ত বলে খবর।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

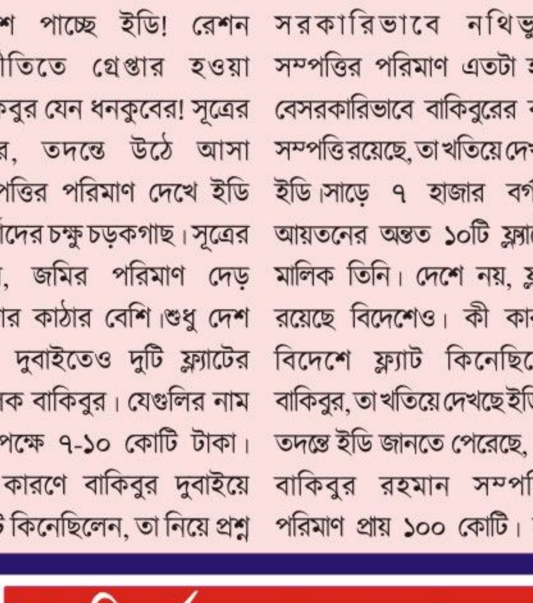

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নবদ্বীপের অনেক মুসলমান শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হয়ে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে তাঁর প্রধান সেনাপতিরা ছিলেন নিত্যানন্দ, অদ্বিত, গদাধর, শ্রীনিবাস, হরিদাস প্রমুখরা। এঁদের মধ্যে অদ্বিত ও নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্যের দুই অঙ্গ বলে মনে করা হয়। এঁদের দুইজনকে আলাদা আলাদা জায়গায় প্রচারের কাজে নিযুক্ত করে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন, প্রয়াগ, কাশী নানা তীর্থস্থানে কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

তার বাড়িতে কান্নার আওয়াজ শুনতে পান, সারা বাড়ি ঘুরে শেষে ঠাকুরঘরে দেখেন এক সুন্দরীনারী বসে কাঁদছে। রাজা তার সামনে গিয়ে বলেন, "কে মা তুমি? কাঁদছো কেন?"

সে বলে "আমি রাজলক্ষ্মী, তোর বাড়িতে এতদিন ছিলাম,এখন আর থাকতে পারবো না, চলে যেতে হবে তাই কাঁদছি।"

রাজা বিনয় সুরে হাতজোড় করে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন মা আমি কি করলাম?"

সে বলল, "আমি যে আর থাকতে পারবো না। বাড়িতে যে তুই অলক্ষ্মী কিনে এনেছিস।"

তারপর কাঁদতে কাঁদতে রাজলক্ষ্মী চলে গেলেন।

খারাপ মন নিয়ে রাজা জানলার ধারে বসে ছিলেন হঠাৎ দেখলেন একজন নারী বেরিয়ে যাচ্ছে অমনি দৌড়ে গিয়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কে মা তুমি? চলে যাচ্ছ কেন?"সে বলল, "আমি তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী তোমায় ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ঘরে অলক্ষ্মী এনেছো থাকতে আর দিলে কই?"রাজা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় দেখেন আরও এক সুন্দরী নারী বেরিয়ে যাচ্ছে, রাজা তাড়াতাড়ি তার পথ আগলে বললেন "তুমি কে মা?চলে যাচ্ছ কেন?"সে বলে, "আমি যশলক্ষ্মী তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি।"এই ভাবে একে একে রাজলক্ষ্মী,ভাগ্যলক্ষ্মী আর যশলক্ষ্মী তিনজনে রাজাকে ছেড়ে চলে গেলেন। রাজার চোখে ঘুম নেই, জানলা ধারে বসে থাকতে থাকতে দেখেন একজন পরম পুরুষ আর এক সুন্দরী নারী বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে, রাজা দোর আগলে কে তারা জানতে চাইলে সুন্দরীনারী বলেন আমি কুললক্ষ্মী, ঘরে অলক্ষ্মী আছে তাই তার থাকা হবে না। পরম পুরুষটি জানালেন তিনি ধর্ম, কিন্তু অলক্ষ্মীর কারণে তাকেও যেতে হচ্ছে। সে কথা শুনে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, " আমার দোষ কি ?ধর্ম রক্ষা করতেই অলক্ষ্মীকে কিনেছি, ধর্মই আমার সম্বল। এই ধর্মবলে আমি রাজলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী,যশলক্ষ্মী ,কুললক্ষ্মী সবাইকে যেতে দিয়েছি।আমি ধর্মপ্রাণ, ধর্ম ত্যাগ করিনি, আমি আপনাকে যেতে দেব না।"ধর্ম দেখলেন রাজার কথাই ঠিক তিনি রয়ে গেলেন। কিন্তু রাজার অবস্থা দিনদিন খারাপ হতে থাকে, তার সব সুখ হারিয়ে যায়। রানী যে দিন যেমন হয় তাই যত্ন করে রাজাকে খাওয়াতে থাকেন। রাজা খেতে বসলেই পঙ্গপালের মত পিঁপড়ের দল থালার চারদিকে ঘিরে বসত। রাজা রানীকে তার খাবারে ঘি দিতে বারণ করলেন। তিনি খেতে বসেন খাবার থালার চারদিকে পিঁপড়ের দল এসে জড়ো হয় কিন্তু খাবারে তাদের রুচি হয় না। তাই দেখে এক পিঁপড়ে বলে ওই অলক্ষ্মীর জন্য রাজা এমন গরিব হয়েছে যে খাবারে ঘি জুটছে না। তা শুনে রাজা হা হা করে হেসে উঠেন।রানী দেখতে পেয়ে বললেন আপনি এমন নিজের মনে হাসছেন কেন?রাজাও বলবেন না আর রানীও ছাড়বেন না। রাজা তখন বলেন এই কথা বললেই আমার প্রাণ যাবে, তাও যদি তুমি শুনতে চাও তো বলবো। তাও রানী শুনতে চায় শুনে তিনি বলেন আমি মরলে যদি খুশি হও তাহলে ওই নদীর ধারে চলো বলব। রানী ভাবে কথা বললে আবার কেউ মারা যায় নাকি? তারা নদীর ধারে এসেছে,হঠাৎ এক শিয়ালিনী শিয়ালকে বলে ,ওই দেখো জলে মরা ভেসে যাচ্ছে নিয়ে এসো দুজনে খাওয়া যাবে।তাই শুনে শেয়াল বলে আমি কি রাজার মতো বোকা নাকি যে রানীর কথায় প্রাণ দেব। রাজামশাই সে কথা শুনতে পেয়ে রানীকে সেথায় ফেলে রেখে দৌড় দেয়। রানী কাঁদতে কাঁদতে নদীর ধারে থেকে যান।

এই ভাবে অনেক দিন পার হয়ে যায়। এদিকে দেখতে দেখতে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথি এল, রানী দেখলেন নদীর ঘাটে শঙ্খ, ঘন্টা, ধুপ ধুনো দিয়ে কারা কি সব করছে। রানী এগিয়ে এসে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি করছে, তখন তারা বলে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো করছে। এবং সঙ্গে এও জানায় এই পুজো করলে অলক্ষ্মী দূর হয়, মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ হয়। তাই শুনে রানী তাদের কাছ থেকে রং মাখানো পিটুলি চেয়ে লক্ষ্মী গড়ে নারিকেল, চিড়ে, তালের ফোঁপর দিয়ে পুজো করলেন। তারপর গল্প গান করে সারারাত জেগে কাটালেন। ওই দিকে রাজবাড়িতে যে লোহার অলক্ষ্মী ছিল সকাল হতেই তা কোথায় গেল কেউ জানতে পারলো না। ধর্ম এসে রাজাকে বললেন, "আপনার অমঙ্গল কেটে গেছে অলক্ষ্মী দূর হয়েছে। আপনি রানীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।"

রাজা পালকি নিয়ে রানীকে ফিরিয়ে আনলেন। তারপর খুব ঘটা করে লক্ষ্মী পুজো করে আবার সব ফিরে পেলেন।সেই থেকে প্রচলিত হও শুরু হলো মা লক্ষ্মী দেবীর ধর্মের ইতিহাস।ধন ও সৌভাগ্যের দেবী মা লক্ষ্মী। অবাঙালিদের মধ্যে লক্ষ্মীপূজার রেওয়াজ কালীপূজা বা দিওয়ালির দিনে। কিন্তু বাঙালির ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মী পূজিতা হন দেবীপক্ষের শেষের এই পূর্ণিমাতে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার চল রয়েছে। তবে রীতিতে ফারাক রয়েছে দুই বাংলার। পশ্চিমবঙ্গে পূজা হয় মূলত মাটির প্রতিমায়, কিন্তু বাংলাদেশে প্রধানত সরায় এঁকে লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার ইতিহাস বহু দেশের রীতি রেওয়াজ বহু রুপরেখা দিয়ে, কিন্তু মূল আরধনা ধনসম্পত্তি দিকে।

কিভাবে হয় এই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা? আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অর্থাৎ কোজাগরী পূর্ণিমায় দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার ব্রত' বইতে এই লক্ষ্মীপূজা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি জানান, দেবীর কাছে ভালো ফলনের কামনা করাই আসলে এই পূজার নৃতাত্ত্বিক কারণ। পূজা বা ব্রত কথার সঙ্গে আলপনার একটি সম্পর্ক রয়েছে। আলপনা আসলে 'কামনার প্রতিচ্ছবি।' দেবী পূজা উপাচার হিসেবে থাকে ফল, মিষ্টি, মোয়া, নাড়ু প্রভৃতি। কোজাগরী লক্ষ্মীর প্রতি আচার নিবেদনের সঙ্গেও একটি লোকবিশ্বাস জড়িত রয়েছে। পূজার সময় মোট ১৪টি পাত্রে উপাচার রাখা হয়। তারপর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে জল দানের রীতি রয়েছে। কাঠের জলচৌকির ওপর লক্ষ্মীর সরাটিকে স্থাপন করা হয়। এরপর কলাপাতায় টাকা, স্বর্ণ মুদ্রা, ধান, পান, কড়ি, হলুদ ও হরিতকি দিয়ে সাজানো হয় পূজার স্থানটিকে।এদিকে ভাগ্যদেবী লক্ষ্মী কিভাবে বিষ্ণু-পত্নী হলেন? স্কন্দ পুরাণে এ প্রশ্নের উত্তর মেলে। সেখানে উল্লেখ আছে খ্যাতির গর্ভে জাতা লক্ষ্মী দেবী নারায়ণ বা বিষ্ণুকে পতি রূপে পাওয়ার জন্য সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে বহুকাল কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

মালদ্বীপে পরিণীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি আম আদমি নেতা রাঘব চাড্ডার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়ার। বিয়ের পরই মালদ্বীপে উড়াল দিয়েছেন তিনি। তবে স্বামীকে নিয়ে হানিমুনে নয়, ননদকে নিয়েই সেখানে বেরাতে গিয়েছেন এ অভিনেত্রী।

নিজ ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে কয়েকটি ছবি প্রকাশ করেছেন পরিণীতি। যেখানে বিকিনিতে উত্তাপ ছড়াতে দেখা গেছে তাকে। সেই ছবির ক্যাপশনে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, ফটোগ্রাফার হিসেবে ছবিটি তুলে দিয়েছেন তার ননদ। আরও জানিয়েছেন, এটা একটি গার্লস ট্রিপ। কোনো হানিমুন নয়।

চলতি বছরের মার্চ মাসে পরিণীতি আর রাঘব চাড্ডার প্রেমের গুঞ্জন শোনা যায়। অল্প দিনের মধ্যেই আংটি বদল করে ফেলেন দু'জনে। এরপর গত সেপ্টেম্বরের ২৪ তারিখ উদয়পুরের লীলা প্যালেসে সাতপাকে বাঁধা পড়েন এই জুটি।

এরপরই ভক্তদের প্রশ্ন, কবে হানিমুনে যাচ্ছেন রাঘব-পরিণীতি? সে বিষয়টিও খোলাসা করেননি অভিনেত্রী। এর মধ্যেই স্বামীকে রেখে ননদকে নিয়েই উড়াল দিলেন মালদ্বীপে। আপাতত সেখানে নিজের সময়টুকু উপভোগ করছেন তিনি।

র‍্যাম্পে হাটলেন বিপাশা, 'হাতি-গন্ডার' বলে কটাক্ষ নেটিজেনদের !

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিয়ের পর এক প্রকার বলিউড ছেড়েই দিয়েছেন বিপাশা বসু। আর মা হওয়ার পর একেবারেই নেই লাইট, ক্যামেরা আর অ্যাকশনের দুনিয়ায়। সেই বিপাশাকে এবার দেখা গেল র‍্যাম্পে হাটতে। ফলে ১১ বছর পর র‍্যাম্পে দেখা গেল তাকে। ল্যাকমে ফ্যাশন উইকে হাজির হয়ে আলোচনায় উঠে এসেছেন এই অভিনেত্রী। সেই র‍্যাম্পে হাঁটার বেশ কিছু ভিডিও বিপাশা তার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন। তা ছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একাধিক ভিডিও। তাতে দেখা যায়, মা হওয়ার কারণে ওজন বেড়ে গেছে বিপাশার। নেটিজেনদের বড় একটি অংশ বিপাশার রূপের প্রশংসা করছেন। কিন্তু একাংশ তাকে নিয়ে কটাক্ষ করে মন্তব্য করেছেন। জয় নামে একজন লিখেছেন, 'কীভাবে ক্যাট ওয়ার্ক করতে হয় তা কি সে ভুলে গেছে?' কিরন শালিনি নামের একজন লিখেছেন, 'এত মুটিয়ে গেছেন?' ডলি শর্মা লিখেছেন, 'ক্যাট ওয়ার্কের আগে মর্নিং ওয়ার্ক করুন।' কটাক্ষ করে পাঠান তারিক লিখেছেন, 'হাতি।' অন্য একজন গন্ডারের সঙ্গে তুলনা করে মন্তব্য করেছেন। গত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ৪৪ বছর বয়সী বিপাশা। করণ সিং গ্রোভার-বিপাশা দম্পতির এটি প্রথম সন্তান। 'অ্যালোন' সিনেমার শুটিং সেটে প্রথম বন্ধুত্ব হয় বিপাশা-করণের। ২০১৫ সালে এই সিনেমা মুক্তি পায়। এরপর তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ২০১৬ সালের ৩০ এপ্রিল বিয়ে করেন এই জুটি।

দেশ নাকি পরিবার, কাকে বাঁচাবেন সালমান?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সোমবার মুক্তি পেল সালমান খানের বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'টাইগার থ্রি'র ট্রেলার। মাত্র ২ মিনিট ৫১ সেকেন্ডের ট্রেলারে সালমান খান বুঝিয়ে দিয়েছেন পর্দায় ঝড় তুলতে আসছেন তিনি। ধুন্ধুমার অ্যাকশন, রোমান্স ও উত্তেজনায় ভরপুর এই ট্রেলার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সাড়া ফেলেছে। ট্রেলারে দেখা যায় টাইগারকে বিশ্বাসঘাতক বলা হচ্ছে। ট্রেলারটির শেষ পর্যায়ে ইমরান হাশমিকেও দেখা যায়। তাকে ছবিতে খলনায়কের চরিত্রে দেখা যাবে। দেশ কিংবা পরিবার, যে কোনো একটিকে বাঁচাতে পারবেন, এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও পড়তে দেখা গেছে টাইগারকে।

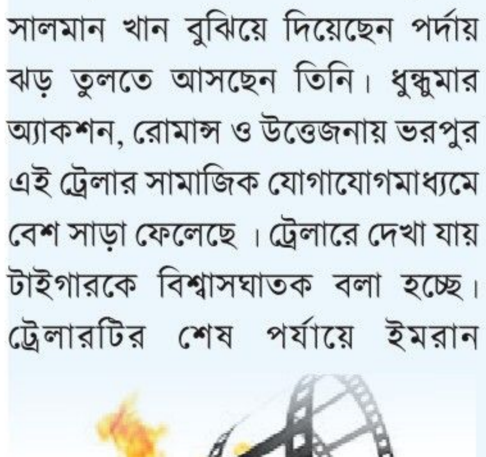

'টাইগার থ্রি'-তে শাহরুখের 'পাঠান' চরিত্রটিও থাকবে বলে শোনা গেছে। তবে ট্রেলারে শাহরুখকে দেখা যায়নি। তাই এই বিষয়ে রহস্য রয়েই গেল।

এদিকে সম্প্রতি এক বিবৃতিতে সালমান এ ছবিকে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। নিজের অভিনীত চরিত্রের প্রসঙ্গে সালমান বলেছেন, 'টাইগারের সাহসিকতা এই, সে যেকোনো চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নির্ভীকভাবে রুখে দাঁড়ায়। সে কিছুতেই পিছু হাটে না। বাস্তবিক ক্ষেত্রে বাঘ যেমন নিজের শিকার ধরার সময় করে। আমার চরিত্র টাইগার কোনো লড়াই থেকে পিছু হটতে জানে না। সে শেষনিশ্বাস পর্যন্ত হার মানবে না। আর নিজের দেশের হয়ে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সে-ই হয়তো শেষ ব্যক্তি।'

আগামী ১২ নভেম্বর মুক্তি পাবে সুপার হিট 'টাইগার' ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় সিক্যুয়েল। দিওয়ালি ছাড়া আরও নানা উৎসবের আবহে 'টাইগার থ্রি' মুক্তি পাবে। যশরাজ ফিল্মস 'টাইগার' ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবিটিকে সুপারহিট করতে উৎসবের দিনগুলো বেছে নিয়েছে। মনীশ শর্মা পরিচালিত 'টাইগার থ্রি' ছবিতে সালমানের বিপরীতে 'জোয়া' রূপে আসতে চলেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সালমান আর ক্যাটের জুটি সবাই দারুণ পছন্দ করেন। 'টাইগার থ্রি'-তে খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে বলিউড তারকা ইমরান হাসমিকে।

ফের বাবা হলেন অভিনেতা জিৎ

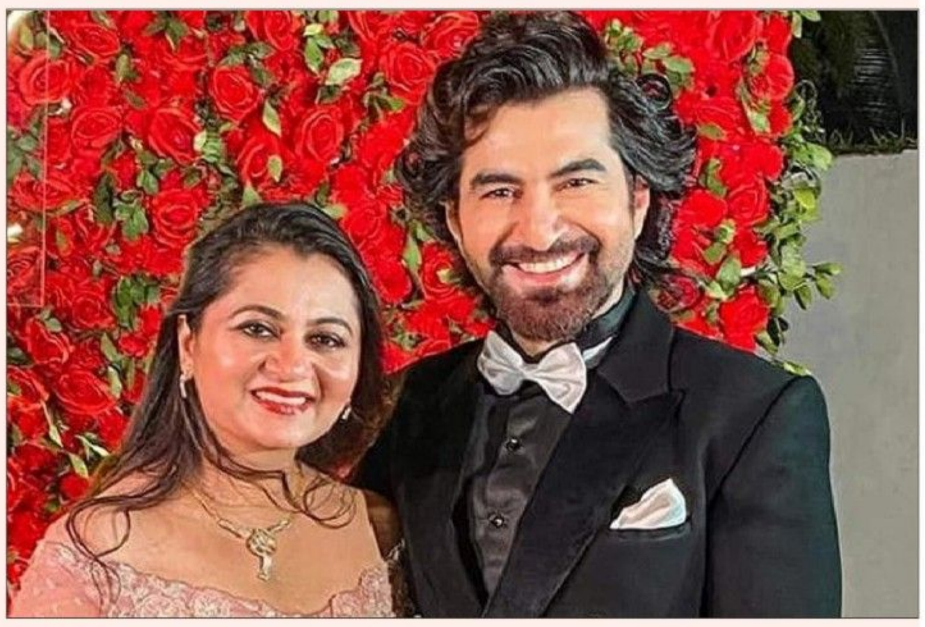

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত মাসের শেষ দিকে স্ত্রী ও কন্যাসন্তানকে প্রকাশ্যে এনে সুখবর জানিয়েছিলেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা জিৎ। তখন বাবা হতে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। আর এবার সরাসরি সুখবর দিলেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, জিতের স্ত্রী মোহনা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এবার পুত্রসন্তান হয়েছে তাদের। আর আনন্দের এই খবর সোশ্যাল মিডিয়া ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে শেয়ার করেছেন নায়ক। এ অভিনেতা লিখেছেন, 'আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের ছেলে সন্তান এসেছে পৃথিবীতে। আমাদের জন্য সবাই প্রার্থনা করবেন। এত সুন্দর অভিজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই আমাদের।'

এদিকে জিতের এই পোস্টে ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীরা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রির সহকর্মীরাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অভিনেত্রী শুভশ্রী মন্তব্যের ঘরে লিখেছেন, 'শুভেচ্ছা। আমি তো আগেই বলেছিলাম।'

প্রসঙ্গত, গত ২৭ সেপ্টেম্বর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে স্ত্রী ও কন্যাসন্তানের সঙ্গে বিশেষ ফটোগ্রাফের কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছিলেন জিৎ। সেই সময় ক্যাপশনে লিখেছিলেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, পরিবারে নতুন সদস্য আসতে যাচ্ছে। আমাদের দ্বিতীয় সন্তান আসতে যাচ্ছে। সবার আশীর্বাদ কামনা করছি।'

হামাসের কব্জায় ছেলে,

মেসির দ্বারস্থ আর্জেন্টাইন বাবা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইসরায়েলের সৈনিক রণকে অপহরণ করেছে ফিলিস্তিনের স্বশস্ত্র সংগঠন হামাস। তার বাবা আর্জেন্টিনার নাগরিক। তবে বসবাস করেন ইসরায়েলে। ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় তিনি লিওনেল মেসির দ্বারস্থ হয়েছেন। মেসির কাছে ওই আর্জেন্টাইন বাবা ভিডিও বার্তায় অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভিডিও বার্তায় মেসির মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা আর্জেন্টিনার ওই নাগরিকের নাম অ্যালেক্স শারম্যান। তিনি ভিডিওতে বলেছেন, 'আমার ছেলে রণ, এক আর্জেন্টাইন এবং ইসরায়েলের সৈনিক। তাকে হামাস অপহরণ করেছে। আমি জানি, (মেসি) আপনার কাছে প্রতিদিন অসংখ্য অনুরোধ জমা হয়। এবং আমি জানি না, আমার এই বার্তা আপনাকে কাছে পৌঁছাবে কিনা। কিন্তু একজন বাবা হিসেবে সন্তানকে বাহুডোরে ফিরে পেতে আমার যা করা দরকার তাই করছি।'

মেসির ভক্ত বিশ্বব্যাপী। সেই ভক্ত স্বশস্ত্র সংগঠন হামাসেও থাকতে পারে। মেসি অনুরোধ করলে হামাস বা ফিলিস্তিনের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে হয়তো তার ছেলে রণকে ফিরিয়ে দিতে পারে এমন আশা শারম্যানের। তিনি বলেছেন, 'আমি জানি, আপনার একটি বার্তা অলৌকিকের মতো কাজ করতে পারে। রণ, আমার ছেলে এবং একজন আর্জেন্টাইনের জন্য কিছু একটা করুণ। আমি আশা করছি, আমার এই আকুতি আপনার কানে পৌছাবে, আপনি কিছু একটা করুণ।'

মেসির হাতেই অষ্টম

ব্যালন ডি'অর: রিপোর্ট

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'ফুটবলে আমার আর পাওয়ার কিছু নেই।' কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর কথাটা বলেছিলেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি। সেজন্যই ইউরোপের ফুটবল ছেড়ে কম প্রতিযোগিতার লিগ যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। চাওয়া-পাওয়ার না থাকলেও মেসি যা করে রেখেছেন তার জন্য তার শোকেসে উঠতে যাচ্ছে আরও একটি ব্যালন ডি'অর। অর্থাৎ সপ্তম ব্যালন ডি'অর জয়ের রেকর্ড গড়া মেসি জিততে যাচ্ছে অষ্টম ব্যালন ডি'অর। পেছনে ফেলছেন আর্লিং হ্যালন্ডকে। স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম দারিয়া স্পোর্টস এমনটাই দাবি করেছে। আগামী ৩০ অক্টোবর ব্যালন ডি'অর প্রদান করা হবে। বিশ্বকাপ জেতায় এবারে পুরস্কার জেতার বড় দাবিদার মেসি। এবারও তার শোকেসে ব্যালন ডি'র উঠলে রোনালদোর চেয়ে তিনটি পুরস্কার বেশি হবে তার। এবারের ব্যালন ডি'অরে মেসির সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলা নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার আর্লিং হ্যালন্ড। তিনি এক মৌসুমে পঞ্চাশের বেশি গোল করেছেন। ম্যানসিটিকে প্রথমবার ট্রেবল অর্থাৎ প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও এফএ জিততে সহায়তা করেছেন। কিন্তু ট্রেবলের কী বিশ্বকাপের সঙ্গে তুলনা চলে? মেসির হাতে তাই উঠতে যাচ্ছে আরেকটি ব্যালন ডি'অর।

মাঠে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া,

শাস্তি পেলেন আফগান ওপেনার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মাঠে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে শাস্তি পেলেন আফগান ওপেনার রহমানউল্লাহ গুরবাজ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলার সময় রানআউট হয়ে ফেরার পথে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন তিনি। ওই ম্যাচে অবশ্য জয় পায় আফগানিস্তান।

গত রবিবার ম্যাচে ৫৭ বলে ৮০ রান করে রান আউট হন গুরবাজ। ফেরার পথে বাউন্ডারি সীমানার দড়িতে ব্যাট দিয়ে আঘাত করেন গুরবাজ। এরপর ডাগআউটে থাকা একটি চেয়ারেও ব্যাট দিয়ে আঘাত করেন।

আইসিসির কোড অব কন্ডাক্টের লেভেল ওয়ান ধরনের অপরাধে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্ৎসনা করার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট। এবারের বিশ্বকাপে কোড অব কন্ডাক্ট ভঙ্গের এটিই প্রথম ঘটনা।

এবার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হবে কে?

জানালেন সৌরভ গাঙ্গুলি

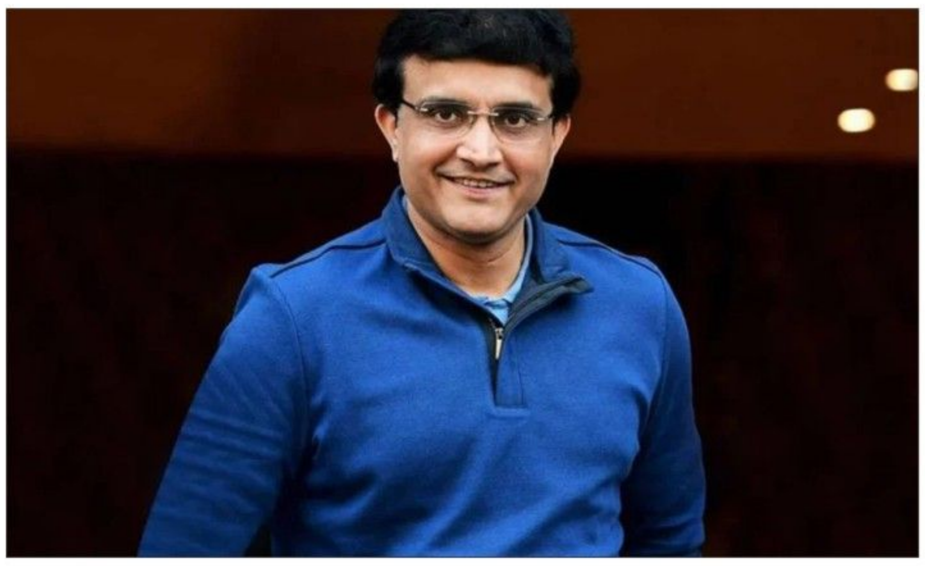

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের মাটিতে চলছে বিশ্বকাপের মহারণ। কোন দেশ এবার চ্যাম্পিয়ন হবে তা নিয়েও চলছে জল্পনা-কল্পনা। এ বিষয়ে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও তাদের মতামত জানাচ্ছেন। সেই তালিকায় এবার নাম লেখালেন সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক তথা সাবেক বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি। এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। সৌরভ গাঙ্গুলি বলেন, 'ভারত ঠিক সময় পিক করেছে। টানা তিন ম্যাচে জয়। খুব ভালো এগোচ্ছে।'

রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল যেভাবে পারফর্ম করছে, ক্রিকেটাররা যেভাবে দায়িত্ব নিয়ে পারফর্ম করছেন তারও প্রশংসা করেন সৌরভ। এ ছাড়া কোন দল চ্যাম্পিয়ন হতে পারে এই বিষয়েও ভারতকে শুধু এগিয়ে রাখা নয়, এই দল চ্যাম্পিয়ন হবে বলে সাফ জানিয়ে দেন সৌরভ গাঙ্গুলি। তিনি বলেন, 'এই দল ফেভারিট। আমার মনে হচ্ছে ভারতই চ্যাম্পিয়ন হবে।'

'বাবর কখনোই গতানুগতিকের বাইরে ভাবতে পারে না'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৩ বিশ্বকাপে আহমেদাবাদে বড় রকমের লজ্জা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে পাকিস্তানকে। বিশ্বকাপের মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে এমন হারের পর পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজমকে নিয়ে সমালোচনা করছে দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররা। তাদের প্রত্যেকেই প্রশ্ন তুলেছেন বাবর আজমের অধিনায়কত্ব নিয়ে। সাবেক তারকা অলরাউন্ডার শোয়েব মালিকও আছেন সেই তালিকায়।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে দারুণ শুরু পেয়েও ১৯১ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান। ৫০ রানে বাবর আউট হয়ে যাওয়ার পর তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছিল তাদের ইনিংস। জবাবে ৭ উইকেটের সহজ জয় পেয়ে যায় ভারত।

ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পাকিস্তানি এক টিভি চ্যানেলে ৪১ বছর বয়সী মালিক বলেন, 'বিশ্বকাপে পাকিস্তান বড় ব্যবধানে ভারতের কাছে হেরেছে বলেই বলছি না; আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, বাবর আজমের অধিনায়কত্ব করা উচিত নয়। আমি মনে করি, অধিনায়ক হিসেবে বাবর কখনোই গতানুগতিকের বাইরে গিয়ে ভাবতে পারে না।'

২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেওয়া মালিক বলেন, 'সে গতানুগতিকের বাইরে গিয়ে ভাবতে পারে না, এটা একটা সমস্যা। অধিনায়কত্ব আর ব্যাটিং স্কিল দুটো ভিন্ন জিনিস। বাবর অনেক দিন ধরেই অধিনায়ক হিসেবে আছে। কিন্তু এত দিনে সে নিজেকে ক্ষুরধার করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।'

শোয়েব মালিকের অবশ্য ব্যাটার বাবর আজমের প্রতি বেশ আস্থাশীল, 'আমি খুব পরিষ্কার মনেই কথাগুলো বলছি। বাবরের আসলেই অধিনায়কত্ব করা উচিত নয়। আমি এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। বাবর যদি অধিনায়কত্ব ছেড়ে শুধু নিজের ব্যাটিংয়ে মনোযোগ দেয়, তাহলে সে পাকিস্তান দলের জন্য অনেক সাফল্য এনে দিতে পারে। সে একজন ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকেও অন্য উচ্চতায় নিতে পারবে, দলও তা থেকে উপকৃত হবে।'

বিশ্বকাপ ধামাকা

৯০ রানেই

গুটিয়ে গেল ডাচরা, বড় জয়ের রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি বিশ্বকাপের ২৪তম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে ৩০৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার দেয়া ৪০০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৯০ রানে গুটিয়ে যায় ডাচরা। এ জয়ে পাঁচ ম্যাচে তিন জয় নিয়ে পয়েন্ট তালিকার চার নম্বরে উঠে এসেছে প্যাট কামিন্সের দল। বুধবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভার শেষে ৮ উইকেট হারিয়েছে ৩৯৯ রানের বড় সংগ্রহ করে অস্ট্রেলিয়া। জবাবে অ্যাডাম জাম্পার ঘূর্ণিতে বিভ্রান্ত হয়ে ২১ ওভারে ৯০ রানেই অলআউট হয় নেদারল্যান্ড।

বিশ্বকাপ ইতিহাসে এর আগে সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ডটি ছিল ২৭৫ রানের। সেই রেকর্ডটিও করেছিল অস্ট্রেলিয়া। ২০১৫ বিশ্বকাপে পার্থে আফগানিস্তানকে এত বড় ব্যবধানে হারিয়েছিল অজিরা।

দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৫ রান করেন ওপেনার বিক্রমজিৎ সিং। বাকিরা কেউ বিশের ঘরও ছুঁতে পারেননি।

অস্ট্রেলিয়ার লেগস্পিনার অ্যাডাম জাম্পা ৩ ওভারে মাত্র ৮ রান দিয়ে নিয়েছেন ৪টি উইকেট। ২টি উইকেট শিকার মিচেল মার্শের।

এর আগে ব্যাট করতে নেমে ডেভিড ওয়ার্নার আর মিচেল মার্শের উদ্বোধনী জুটিতে আসে ২৩ বলে ২৮ রান। ১৫ বল খেলে ৯ রান করা মার্শকে ফিরিয়ে অসি শিবিরে প্রথম আঘাত হানেন ফন বিক। তবে দ্বিতীয় উইকেটে দাঁড়িয়ে যান ওয়ার্নার আর স্টিভেন স্মিথ। ১১৮ বলে ১৩২ রানের ঝড়ো জুটি গড়েন তারা।

স্মিথ (৬৮ বলে ৭১) দেখেশুনে খেলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে সাজঘরে ফিরিয়ে বড় জুটিটি ভাঙেন আরিয়ান দত্ত। এরপর মার্নাস লাবুশেনকে নিয়ে ৭৬ বলে ৮৪ রান যোগ করেন ওয়ার্নার। লাবুশেন ৪৭ বলে ৭ চার আর ২ ছক্কায় ৬২ রান করে আউট হন।

তবে ওয়ার্নার চলতি বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি তুলে নিতে ভুল করেননি। পাকিস্তানের বিপক্ষে আগের ম্যাচে ৮৫ বলে তিন অংকের ম্যাজিক ফিগার ছুঁয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত করেন ১২৪ বলে ঝড়ো ১৬৩।

এবার অজি ওপেনার সেঞ্চুরি পূরণ করেছেন ৯১ বলে। ওয়ানডে ক্রিকেটে এটি তার ২২তম সেঞ্চুরি আর বিশ্বকাপে সবমিলিয়ে ষষ্ঠ।

বেস ডে লেডের করা ইনিংসের ৩৯তম ওভারে ওয়ার্নার সেঞ্চুরির করার পরপরই জশ ইংলিশ আউট হয়ে যান ১২ বলে ১৪ করে। ফন বিকের করা পরের ওভারে ওয়ার্নারও সেঞ্চুরির পর সাজঘরে ফিরে যান।

২৯০ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে বিধ্বংসী এক সেঞ্চুরি হাঁকান ম্যাক্সওয়েল। ৪০ বলে তিন অংকের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করেন অজি এই অলরাউন্ডার। যা বিশ্বকাপেই দ্রুততম সেঞ্চুরির নতুন রেকর্ড। শেষ পর্যন্ত আউট হন ৪৪ বলে ১০৬ করে। দানবীয় ইনিংসে ছিল ৯ চার আর ৮টি ছক্কার মার।

নেদারল্যান্ডসের পক্ষে বাজে বোলিংয়ে লজ্জার রেকর্ড গড়েন জোড়া উইকেট পাওয়া বাস ডি লিড। ১০ ওভার খরচায় তিনি দেন ১১৫ রান। ওয়ানডে ইতিহাসে যেটি সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ ৪ উইকেট শিকার করা ফন বিকও অবশ্য কম রান দেননি। ৭৪ রান খরচ করেন তিনি।

বাবর নন,

আফ্রিদিকে নেতৃত্বে চান মালিক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে নাম্বার ওয়ান ব্যাটার হিসেবেই পা রেখেছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম। তবে সম্প্রতি তার সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না। ব্যাট হাতে নিজের চিরচেনা পারফরম্যান্স দেখাতে পারছেন না তিনি। অধিনায়কত্বটাও ঠিকঠাক করতে পারছেন না। এর মধ্যে আবার যোগ হয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের সঙ্গে লজ্জাজনক হার। এরপর থেকেই বাবরের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সাবেক পাকিস্তান ক্রিকেটারদের একাংশও বাবরের অধিনায়কত্ব নিয়ে নাখোশ। তাদের মতে, বাবর অনেকটা ধরাবাঁধা অধিনায়কত্ব করেন। মাঠে তার অধিনায়কত্বে অভিনব কিছু দেখা যায় না। তাই বাবরকে অধিনায়কত্ব ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছেন শোয়েব মালিক। সাদা বলে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে অধিনায়ক হিসেবে পছন্দ তার।

স্থানীয় টিভি চ্যালেন 'এ' স্পোর্টসে বাবরের অধিনায়কত্ব নিয়ে প্রশ্নে মালিক বলেছেন, 'দেখুন, আমি আপনাকে এই বিষয়ে আমার সৎ মতামত দেব। আমি আগেও এক সাক্ষাৎকারে বলেছি বাবরের অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত। এটা আমার মতামত। কিন্তু এর পিছনে অনেক হোমওয়ার্ক আছে। একজন খেলোয়াড় হিসেবে বাবর নিজের এবং দলের জন্য দুর্দান্ত কাজ করতে পারেন।'

শোয়েব মালিক আরও যোগ করেন, 'এটি আমার ব্যক্তিগত মতামত। এর কারণ, আমরা ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ হেরেছি বা আমরা বড় ব্যবধানে হেরেছি, তা নয়। এটা আমার মতামত। তবে, ওই ম্যাচের ওপর ভিত্তি করে আমি এটা বলছি না। বাবর আজম পদত্যাগ এবং শাহিন আফ্রিদির সাদা বল ক্রিকেটে পাকিস্তানের অধিনায়ক হওয়া উচিত। সে লাহোর কালান্দার্সের পক্ষে আক্রমণাত্মক অধিনায়কত্ব করেছে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR